ইউনিট ৫

যিশুর শিক্ষা

ভূমিকা

যীশু তাঁর কাজ পরিচালনার জন্য শিষ্যদের আহবান করেছিলেন। তাই তিনি বিভিন্ন আদেশ নির্দেশ এবং জীবনের আদর্শ দিয়ে তাঁদের প্রস্তুত করেছিলেন। যীশু নানাবিধ শিক্ষার মাধ্যমে ঈশ্বরের বাণী প্রচারের জন্য তাঁদের প্রস্তুত করেছিরেন। তিনি তাঁর উপদেশ নির্দেশ ও শিক্ষার সঙ্গে রেখে গেছেন তাঁর জীবন-আদর্শ; যেন মানুষ পাপ অন্যায়ের পথ ছেড়ে মঙ্গলময় জীবন যাপন ও কল্যাণকর কাজ কর্মের মাধ্যমে মুক্তির জীবন লাভ করতে পারে। যীশুর অষ্ট কল্যাণ বাণী মানুষের কাছে রেখে যাওয়া একটি অনন্ত মুক্তির একগুচ্ছ শ্রেষ্ট উপদেশ বা নতুন ঐশিবিধান। যীশু তাঁর শিষ্য ও বিশ্বাসীদের জন্যে এই মুক্তির বিধান রেখে গেছেন; যেন সকলেই সে মত কাজ করে শাশ্বত জীবনের সন্ধান পায়। প্রতিশোধের পরিবর্তে যীশু শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে ক্ষমা করতে এবং ভালবাসতে। তিনি আরও শিখিয়েছেন বিপদে আপদে এবং প্রলোভন থেকে রক্ষা পাবার জন্য একাগ্রচিত্তে পিতার কাছে প্রার্থনা করতে। আমরা প্রত্যেকে একে অপরের প্রতিবেশী এবং প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য পালন, নিঃস্বার্থ দানের বিষয় শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছিলেন যেন তাঁরা মানুষের মাঝে যীশুর শিক্ষা ও জীবন আদর্শ তুলে ধরতে পারেন। যীশু বিভিন্ন উপমা ও কাজের মাধ্যমে শিষ্যদের শিক্ষা দেন, যেন তাঁর মৃত্যুর পর শিষ্যরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের উপর অর্পিত কার্যাবলী সম্পন্ন করতে পারে।

আলোচনার সুবিধার জন্য আলোচ্য ইউনিটটিকে পাঁচটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ৫.১ অষ্টকল্যাণ বাণী
পাঠ- ৫.২ ক্ষমা
পাঠ- ৫.৩ প্রভুর প্রার্থনা ও যীশুর আদেশ
পাঠ- ৫.৪ দয়ালু শমরীয়
পাঠ- ৫.৫ গরীব বিধবার দান

পাঠ ৫.১

অষ্টকল্যাণ বাণী (পর্বতে দত্ত উপদেশ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- যীশুর আটটি বিশেষ শিক্ষা অষ্টকল্যাণ বাণী অন্তরে উপলব্ধি ও বর্ণনা করতে পারবেন;
- যীশুর এই শিক্ষাগুলি আমাদের প্রত্যেকে কি নির্দেশ করছেন তা বুঝিয়ে বলতে পারবেন;
- অশান্তিময় পৃথিবীতে যীশুর এই শিক্ষা কত উপযোগী তা সমাজের লোকদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- যীশুর এ শিক্ষা মত এ পৃথিবীতে যারা জীবন যাপন করবে তারা যে অতি সহজেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে তা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

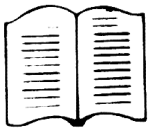

যীশু তার প্রচার কাজ করতে গিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে, শহর থেকে শহরে ঘুরে ঘুরে মানুষের মাঝে উপদেশ দিতেন। তিনি অনেক অসুস্থ রোগীকে সুস্থ করেছেন। কুষ্ঠ এবং ভূতগ্রস্থ লোকদের সুস্থ করে তুলেছেন। তাঁর এসব ভাল কাজের কথা শুনে চারিদিক থেকে প্রতিদিন বহু লোক তাঁর কাছে এসে ভীড় করতে লাগলো।

এমনি একদিন বহু লোকের ভীড় দেখে যীশু একটি পাহাড়ের উঁচু স্থানে উঠে দাঁড়ালেন যাতে উপস্থিত লোকেরা সহজেই তাঁর কথা শুনতে ও বুঝতে পারে। তখন তাঁর শিষ্যরাও এগিয়ে এলেন আর যীশু তখন মানব মুক্তির সেই অষ্টকল্যাণ বাণী (পর্বতে দত্ত উপদেশ) শুরু করে বলতে লাগলেন:

- "অন্তরে যারা দীন, ধন্য তারা- কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।
- দুঃখ-শোকে কাতর যারা ধন্য তারা- কারণ তারা সান্তনা পাবে।
- বিনয়ী ও কোমল প্রাণ যারা ধন্য তারা- কারণ পৃথিবী তাদেরই হবে।
- মনে প্রাণে যারা ধর্ম কর্মের জন্য ব্যাকুল ধন্য তারা- কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে।
- দয়ালু যারা ধন্য তারা- কারণ তারা দয়া পাবে।
- অন্তরে যারা পবিত্র, ধন্য তারা- তারাই ঈশ্বরের দর্শন পাবে।
- শান্তি স্থাপন করে যারা, ধন্য তারা- তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে।
- ধার্মিকতার জন্য যারা অত্যাচার সহ্য করে, ধন্য তারা- কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই"।

এরপর যীশু আরও বললেন

"ধন্য তোমরা, আমার জন্য লোকেরা যখন তোমাদের অপমান ও অত্যাচার করে এবং যখন তোমাদের নামে তারা নানা মিথ্যা অপবাদ রটায়। তখন তোমরা আনন্দ করো ও খুশী হও; কারণ স্বর্গে তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার সঞ্চিত আছে। মনে রেখ, তোমাদের পূর্বে ভাববাদীরাও ঠিক একইভাবে অত্যাচারিত হয়েছিলেন"।

মনে রাখুন: সত্য ও অন্যায় পথে চলতে গেলে অনেক অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়। ন্যায্যতা স্থাপন ও মঙ্গলকাজ করতে গিয়ে যদি আমরা অত্যাচার খুশী মনে তা সহ্য করি ও বিশ্বাসে স্থির থাকি, তাহলে স্বর্গরাজ্যে আমাদের জন্য সঞ্চিত থাকবে শাশ্বত পুরস্কার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. পাহাড়ে বসে যীশু লোকদের উদ্দেশ্যে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা কি নামে পরিচিত?
   (ক) সপ্ত কল্যাণ বাণী (খ) অষ্ট কল্যাণ বাণী
   (গ) ষষ্ঠ কল্যাণ বাণী (ঘ) যীশুর কল্যাণ বাণী

২. দুঃখ শোকে কাতর যারা তারা কি পারে?
   (ক) কল্যাণ (খ) ক্ষমা
   (গ) সান্তনা (ঘ) আনন্দ

৩. দয়ালু যারা তারা কি পাবে?
   (ক) দয়া (খ) সুখ
   (গ) সান্তনা (ঘ) পরিত্রাণ

৪. শান্তি স্থাপন করে যারা তারা কি নামে পরিচিত হবে?
   (ক) পবিত্র সন্তান (খ) ঈশ্বরের সন্তান
   (গ) পবিত্রগণের সন্তান (ঘ) বিনয়ীদের সন্তান

৫. ধার্মিকতার জন্য যারা অত্যাচার সহ্য করে তাদের জন্য কি সঞ্চিত থাকবে?
   (ক) মহাপুরষ্কার (খ) ঈশ্বরে দর্শন
   (গ) আশীর্বাদ (ঘ) স্বর্গরাজ্য

পাঠ ৫.২

ক্ষমা (মতি ১৮:২১-৩৫ পদ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দোষীকে ক্ষমা করা যে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ক্ষমা মানুষের জীবনে অফুরন্ত সুখ-শান্তি এবং ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে তুলে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ক্ষমার মাধ্যমেই যে পরিবার, সমাজ ও পৃথিবীতে স্থাপিত হবে এক শান্তিময় এবং সুখময় ঐশ্যরাজ্য তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- অন্যায়কারীকে ক্ষমা করতে পারা একটি মহৎ গুণ তা অন্যদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

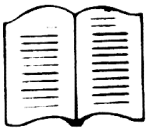

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নানা বিষয়ে তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি সাধারণতঃ নানা উপমার সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু ক্ষমার বিষয়ে তিনি আমাদের আদেশ সূচক শিক্ষা দিয়েছেন।

ক্ষমা করার বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

একদিন প্রেরিত শিষ্য শিমন পিতর যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, আমার ভাই আমার বিরুদ্ধে অন্যায় করলে আমি তাকে কতবার ক্ষমা করব? সাতবার? উত্তরে যীশু তাকে বললেন, "সাতবার নয় বরং সত্তরগুণ সাতবার তাকে ক্ষমা করতে বলি"। যীশু আরও বললেন, "দেখ, স্বর্গরাজ্য এমন এক রাজার মত যিনি তার কর্মচারীদের মধ্যে দেনা-পাওনার হিসাব চাইলেন। তিনি হিসাব নিতে বসেছেন, তখন সেখানে একজন কর্মচারীকে আনা হল, রাজার কাছে তার কয়েক কোটি টাকার ঋণ ছিল। লোকটার সে ঋণ শোধ করবার ক্ষমতাও ছিল না। তাই রাজা আদেশ দিলেন, লোকটিকে এবং তা স্ত্রী পুত্রগণ তার যা কিছু আছে সব বিক্রি করে যেন তার পাওনা টাকা আদায় করা হয়। তখন সেই কর্মচারী মনিবের পায়ে পড়ে বলল, "আমাকে একটু সময় দিন, আমি আপনার টাকা সবই শোধ করে দিব"। কর্মচারীটির কথা শুনে মনিবের দয়া হল: তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন এবং তার সব ঋণও ক্ষমা করে দিলেন।

সহকর্মীর প্রতি কর্মচারীর ব্যবহার

সেই কর্মচারী বাইরে গিয়ে, তার এক সহকর্মীর দেখা পেল। তার কাছে সে মাত্র একশত রুপোর টাকা ঋণ দিয়েছিল। সেই কর্মচারী তার গলাটিপে ধরে বলল, "তুই যে টাকা ধার করেছিস, তা শোধ কর"। কর্মচারীর সঙ্গীটি তখন তার পায়ে পড়ে অনেক অনুরোধ করে বলল, "আমাকে একটু সময় দাও, ভাই, আমি তোমার সব টাকাই শোধ করে দিব"। কিন্তু সে কর্মচারী তার সহকর্মীকে সময় দিল না বরং টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত তাকে জেল খানায় আটক করে রাখল।

রাজকর্মচারীর শাস্তি

এই ঘটনা দেখে অন্যান্য কর্মচারীরা খুব দুঃখ পেল। তারা মনিবের কাছে ঘটনাটা জানালো। তখন মনির সেই কর্মচারীকে ডেকে বললেন, ওরে দুষ্ট দাস। আমাকে অনুরোধ করেছিলি বলে আমি তোকে ক্ষমা করে তোর সমস্ত ঋণ মাফ করেছিলাম। তেমনি তোরও উচিৎ ছিল তোর সহকর্মীর প্রতি দয়া করা। তখন মনির রেগে গিয়ে সেই কর্মচারীকে সমস্ত টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত জেলে আটকে রাখার জন্য কারারক্ষীদের আদেশ দিলেন। আর রক্ষীরা তাই করলো।

এরপর যীশু বললেন, "তেমনি তোমরাও প্রত্যেকে যদি তোমাদের ভাই মানুষকে অন্তর থেকে ক্ষমা না কর, তবে আমার স্বর্গ-নিবাসী পিতাও তোমাদের উপর এমনটি করবেন।

মনে রাখুন: এ পৃথিবীতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বশেষে প্রত্যেককে ক্ষমা করা আমাদের প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব। তা হলে ঈশ্বরও আমাদের ক্ষমা করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. যীশু দোষীকে কতবার ক্ষমা করতে বলেছেন?
   (ক) ছয়গুণ সত্তরবার
   (খ) সাতগুণ সত্তরবার
   (গ) নয়গুণ সত্তরবার
   (ঘ) দশগুণ সত্তরবার

২. রাজা তাঁর কর্মচারীর কাছে কতটাকা পেতেন?
   (ক) একশত টাকা
   (খ) সহস্র সহস্র টাকা
   (গ) কয়েক কোটি টাকা
   (ঘ) লক্ষ লক্ষ টাকা

৩. রাজকর্মচারী তার সহকর্মীর কাছে কতটাকা ঋণী ছিল?
   (ক) একশত রূপার টাকা
   (খ) তিনশত সোনার টাকা
   (গ) পাঁচশত টাকা
   (ঘ) চারশত টাকা

৪. ভাইকে ক্ষমা করার বিষয়ে কে জানতে চেয়েছিলেন?
   (ক) পিতর
   (খ) মোহন
   (গ) যোষেফ
   (ঘ) যুদাস

৫. এই পাঠ থেকে আমরা কি শিক্ষা পেলাম?
   (ক) অত্যাচার না করার
   (খ) ক্ষমা করার
   (গ) শাস্তি না দেওয়ার
   (ঘ) ঋণ শোধ করার

পাঠ ৫.৩

প্রভুর প্রার্থনা ও যীশুর আদেশ (মথি-৬:৫-১৫; লূক-১০:১০, ২৫-২৮ এবং মার্ক-১২:২৮-৩৭ পদ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রভুর প্রার্থনা ও যীশুর শ্রেষ্ঠ আদেশ কি তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রভুর প্রার্থনা ও যীশুর শ্রেষ্ঠ আদেশের মর্মার্থ বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রভুর প্রার্থনা ও যীশুর শ্রেষ্ঠ আদেশ দু'টির ব্যাখ্যা দিতে পারবেন এবং
- ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়ে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

(ক) প্রভুর প্রার্থনা: (মথি -৬:৫-১৫ পদ)

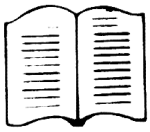

যীশুর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শিষ্যদের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিয়ে প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন, যেন তাঁরাও যীশুর মত বাণী প্রচার, প্রার্থনা ও সেবা কাজ করতে পারেন।

যীশু তাঁদের বললেন, "তোমরা ভণ্ডদের মত সমাজ গৃহে (জনগণের প্রার্থনার ঘর) বা পথের ধারে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বা সুন্দর সুন্দর কথায় লোক দেখানো লম্বা লম্বা প্রর্থনা করো না। এই ভণ্ডরা কিন্তু তাদের জন্য তাদের পুরষ্কার পেয়েই গেছে। পিতা পরমেশ্বরের কাছে তাদের জন্য কোন পুরষ্কার জমা রইল না। যখন তুমি প্রার্থনা কর, তখন তুমি বরং নিজের ঘরেই অতি গোপনে ও সহজ সরলভাবেই প্রার্থনা কর। কারণ, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বর তো তোমাদের অন্তরের সমস্ত গোপন কিছু জানেন ও দেখেন। তোমাদের প্রয়োজন কি তা-ও তিনি জানেন। তিনিই তোমাদের প্রার্থনা শুনবেন ও পুরষ্কার দিবেন"।

তখন একজন শিষ্য যীশুকে বললেন, "প্রভু, আপনি আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান। যীশু তাঁদের বললেন, তোমরা এইভাবে প্রার্থনা করবে:

– 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা,
তোমার নাম পবিত্র হোক,
তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠা হোক।

– তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে পূর্ণ হয়
তেমনি মর্ত্বেও পূর্ণ হোক।

– তুমি আমাদের দৈনিক প্রয়োজনীয় অন্ন আমাদের দান কর।

– আমরা যেমন অন্যের অপরাধসমূহ ক্ষমা করি, তেমনি তুমিও আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা কর।
– আমাদের কখনও পাপ প্রলোভনে পড়িতে দিও না, বরং আমাদের সমস্ত বিপদ ও অনর্থ থেকে রক্ষা কর। আমেন।'

হ্যাঁ, 'তোমরা যদি অন্যের অপরাধ দোষ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের ক্ষমা করবেন। কিন্তু; তোমরা যদি অন্যদের ক্ষমা না করা, তবে তোমাদের পিতা ঈশ্বরও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন না।

(খ) যীশুর শ্রেষ্ঠ আদেশ (লূক-১০:২৫-২৮; মার্ক ১২:২৮-৩৭ পদ)

যীশু একদিন মন্দিরে ফরিশী শাস্ত্রীদের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। তিনি শাস্ত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। তখন একজন ফরিশী পণ্ডিত যীশুকে জব্দ করার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, "ঈশ্বরের বিধান সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? আমাদের প্রতি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ আজ্ঞাই বা কি"?

যীশু তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "মোশীর বিধানে কি আছে? সেখানে কি পড়েছেন"? তখন ধর্ম শিক্ষক বললেন, "তুমি তোমার সমস্ত অন্তর, প্রাণ ও মন দিয়ে একমাত্র প্রভু ঈশ্বরকে ভক্তি ও সেবা করবে। এটিই তার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা। আর দ্বিতীয়টিও প্রথমটিরই মত। সেটি হল "তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজেরই মত ভালবাসবে। যীশু তাঁকে বললেন, "আপনি ঠিকই উত্তর দিয়েছেন। আপনি যদি তা করতে থাকেন তবে অনন্ত জীবন পাবেন"।

কারণ ঈশ্বরকে যারা ভালবাসে, ভক্তি ও সেবা করে, তাদের প্রতিবেশীকেও ভালবাসতে ও সেবা করতে হবে। শুধু কথায় ও প্রার্থনায় "ভালবাসি" বললে চলবে না। যারা এ দু'টি আদেশ মত কাজ করবে, তারা সত্যিকার ভাবেই ঈশ্বরের সন্তান ও 'মানুষ' নামের অধিকারী। তারাই স্বর্গে যাবার অধিকার পাবে।

মনে রাখুন: এক ঈশ্বরের ভক্তি ও আরাধনা এবং নিঃস্বার্থভাবে মানুষের সেবা করা ছাড়া কেউ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. প্রভুর প্রার্থনাটি শিখিয়ে ছিলেন–
   (ক) স্বয়ং প্রভু যীশু
   (খ) ঈশ্বর নিজে
   (গ) মোশি
   (ঘ) আব্রাহাম

২. আমরা নিজের অপরাধের ক্ষমা পাব না যদি না–
   (ক) আমরা প্রতিবেশীকে ভালবাসি
   (খ) সৎ-জীবন-যাপন করি
   (গ) প্রার্থনা করি
   (ঘ) আমরা পরের অপরাধ ক্ষমা করি

৩. যীশুর শ্রেষ্ঠ আদেশ–
   (ক) দশটি
   (খ) দু'টি
   (গ) ছয়টি
   (ঘ) একটি

৪. ধর্ম যাজকটি ভন্ড হলেও ধর্ম বিষয়ে বেশ–
   (ক) জ্ঞানী ছিলেন
   (খ) মোটামুটি জ্ঞান রাখতেন
   (গ) চালাক-চতুর ছিলেন
   (ঘ) অজ্ঞ ছিলেন

পাঠ ৫.৪

দয়ালু শমরীয় (লূক-১০:২৮-৩৭ পদ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রকৃত প্রতিবেশী কে, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- দয়ালু শমরীয়ের গল্পটি বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য কাজে অন্যদের সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

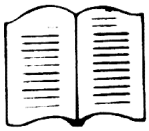

একবার একজন ধর্ম শিক্ষক বা শাস্ত্রী যীশুকে পরীক্ষা করার জন্য অনন্ত জীবন লাভের জন্য কি দরকার সে বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। যীশুও তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন; আর তিনি সঠিক উত্তর দিচ্ছিলেন।

এই প্রশ্নোত্তরের সময় সেই বিজ্ঞ ধর্ম শিক্ষক নিজেকে ধার্মিক দেখাবার জন্য আবার একটি প্রশ্ন করলেন, "গুরু, আমার প্রতিবেশী কে"? যীশু তাঁকে সরাসরি উত্তর না দিয়ে এই উপমা গল্পটি বললেন:

এক সময় একজন লোক জেরুজালেম থেকে যিরীহো শহরে যাবার পথে ডাকাতের হাতে পড়লো; ডাকাতরা তার সর্বস্ব লুট করে নিল; এমনকি তার কাপড় চোপড়ও খুলে নিল। তারপর লোকটিকে মারাত্মকভাবে আহত করে মৃতপ্রায় অবস্থায় পথের ধারে ফেলে চলে গেল। পরে সেই দিয়ে একজন পুরোহিত (খ্রিস্টান ধর্ম যাজক) যাচ্ছিলেন; তিনি লোকটিকে দেখেও পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর সেই পথ দিয়ে একজন লেবীয় (যাকোবের বারো পুত্রের একজন ছিলেন লেবী। লেবীর বংশ যীহুদীদের একটি অভিজাত বংশরূপে পরিচিত ছিল) সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল; সেও সেই আহত লোকটিকে দেখেও না দেখার মত পাশ কাটিয়ে চলে গেল। পরে একজন শমরীয় লোক (যারা যিহুদীদের কাছে নিচ ও নিন্দনীয় শত্রু বংশ বলে পরিচিত হতো) সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। সে সেই আহত লোকটিকে দেখল। লোকটির জন্য তাঁর মমতা হল। সে আহত লোকটির কাছে গেল এবং সে তার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে সেখানে তেল ও আঙ্গুর রস ঢেলে দিয়ে ক্ষতগুলি বেঁধে দিল। তারপর সে লোকটিকে তার নিজের গাধার পিঠে বসিয়ে এক পান্তশালায় (পথের পাশে হোটেল) নিয়ে গিয়ে তার সেবা যত্ন করল। পরের দিন সেই শমরীয় লোকটি হোটেলের মালিককে দুটো দীনার দিয়ে বলল, "আপনি ওর যত্ন নিয়ে সারিয়ে তুলবেন। বেশি খরচ হলে আমি ফিরবার পথে আপনার বাকী পাওনা দিয়ে শোধ করব"।

এরপর যীশু ঐ ধর্ম যাজককে প্রশ্ন করলেন, "এখন আপনার কি মনে হয়? এই তিনজনের মধ্যে কে সেই ডাকাতদের হাতে পড়া লোকটির প্রতিবেশী"?

সেই ধর্ম শিক্ষক উত্তর দিলেন, "যে তাকে দয়া করলো সেই লোকটি"। যীশু তাঁকে বললেন, "তাহলে আপনিও গিয়ে সেইরকম করুন"।

মনে রাখুন: যে দুঃখীজনের বিপদে আপদে দয়া ও সাহায্য করে সেই প্রকৃত প্রতিবেশী; আর এক ঈশ্বরের আরাধনা করা ও মানুষের সেবা করাই প্রকৃত ধর্ম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. যীশুকে কে প্রশ্ন করছিলেন?
(ক) লেবীয় (খ) ধর্ম যাজক
(গ) শমরীয় (ঘ) মোশী

২. ডাকাতদের হাতে পড়া লোকটি কোথায় যাচ্ছিল?
(ক) জেরুশালেম (খ) বেথলেহেম
(গ) গালীলেয়া (ঘ) যিরিহো

৩. ডাকাতরা লোকটিকে কি করল?
(ক) ধরে নিয়ে গেল
(খ) সর্বস্ব নিয়ে যখম করে পথের ধারে ফেলে রেখে গেল
(গ) লুট-পাট করে সব নিয়ে গেল
(ঘ) আঘাত করতে গেল

৪. কে ঐ আহত লোকটিকে দেখেও পাশ কাটিয়ে চলে গেল?
(ক) এক পুরোহিত ও লেবীয় পথিক (খ) শমরীয়
(গ) যিহুদী বণিক (ঘ) হোটেলের মালিক

৫. বেশি খরচ হলে সেই দয়াল শমরীয় কখন টাকা শোধ করবে বলে গিয়েছিল?
(ক) যখন সম্ভব হয়
(খ) যখন টাকা হয়
(গ) এক বছর পরে
(ঘ) ফিরবার পথে

পাঠ ৫.৫ গরীব বিধবার দান (মার্ক-১২:৩৮-৪৪ পদ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- লোক দেখানো প্রার্থনা, ধর্ম-কর্ম ও সমাজ কল্যাণম লক কাজের ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ধর্ম শিক্ষক ও ধনীদের অন্যায় মনোভাব ও কাজের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- প্রকৃত দান সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন এবং
- প্রকৃত ত্যাগ ও কল্যাণকর কাজ কি কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু: যীশু ধর্ম-শিক্ষকদের বিষয়ে সতর্ক করেন

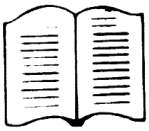

যীশু একদিন শিষ্যদের নিয়ে উপাসনা ঘরে বসে ধর্ম-শিক্ষকদের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে ও মানুষের কল্যাণমূলক কাজ কর্মের বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি ধর্ম শিক্ষক ও বিজ্ঞ-শাস্ত্রীদের বিভিন্ন কৌশলপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, "লোক দেখানো ধর্ম-কর্ম বা কল্যাণ কাজে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন না। ইহা অধিক সময়েই নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি করার জন্য করা হয়, ইহাতে আবার অনেক সময় লোকের প্রশংসা কুড়াবার ইচ্ছা ও আত্ম-গর্বই প্রকাশ পায়। তাতে সরলতা, নম্রতা ও ঈশ্বরের গৌরব করার ইচ্ছা থাকে না। তাই ঈশ্বর এরূপ ধর্ম কর্ম, দান-খয়রাত বা মানব কল্যাণকর কাজে খুশী হন না এবং তাদের প্রার্থনার উত্তরও দেন না; এরূপ কাজের জন্য ঈশ্বর তাদের পুরস্কৃত করেন না। তাই যীশু এরূপ ধর্ম-কর্ম, স্বার্থন্বেষী অভিলাস ও কাজ-কর্ম সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক করেছেন।

শিক্ষা দিতে দিতে তিনি বলেন, "ধর্ম-শিক্ষকদের থেকে সাবধান হও। তারা লম্বা-লম্বা জামা পরে বেড়াতে ও হাটে-বাজারে সম্মান কুড়াতে চান। তাঁরা উপাসনা ঘরে এবং ভোজ ও নিমন্ত্রণের আসরে সামনের আসনে বসেন। একদিকে তাঁরা লোকদের দেখাবার জন্যে সুন্দর সুন্দর কথায় লম্বা-লম্বা প্রার্থনা করেন, অন্যদিকে সুযোগ বুঝে গরীব ও বিধবাদের সহায়-সম্পত্তি, ঘর-বাড়ি; এমনকি সর্বস্ব দখল বা হরণ করেন। বিচারে দিনে কিন্তু এদের শাস্তি অনেক বেশি বড় হবে।

গরীব বিধবার দানের বিষয় শিক্ষা

এরপর যীশু দানশীলতার বিষয়ে শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন, "তোমাদের সমস্ত প্রকার দান-কার্যে ত্যাগ-স্বীকার থাকতে হবে। ত্যাগপূর্ণ, সরলমন ও নিঃস্বার্থ দানই ঈশ্বর গ্রাহ্য করেন। লোক দেখানো দান বা যে দানে কোন ত্যাগ স্বীকার নাই সে দানের কোন মূল্য নেই"।

একদিন যীশু উপাসনা ঘরে বসে দান-বাক্সে লোকদের টাকা-পয়সা দান করা লক্ষ্য করছিলেন। অনেক ধনী লোক অনেক টাকা-পয়সা দান করলো। পরে একজন গরীব বিধবা এসে সিকি-পয়সার দু'টি মুদ্রা দান দিল।

তখন প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদের ডেকে বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এই গরীব বিধবা অন্য সবার চেয়ে অনেক বেশিই দান করেছে। কারণ, খরচ করবার পরে তার যা ছিল তার সবই সে নিঃসংকোচে ও বিনম্র চিত্তে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান-বাক্সে রেখেছে। অভাব থাকলেও স্ত্রী- লোকটি বেঁচে থাকবার সম্বল থেকে সবই দিয়ে দিয়েছে। আর ঐ ধনী লোকেরা তাদের উদ্বৃত ভাণ্ডার থেকে যৎ-সামান্য দিয়েছে মাত্র।

মনে রাখুন: ঈশ্বর লোক- দেখানো ধর্ম-কর্ম ও দান-খয়রাতে সন্তুষ্ট হন না। তিনি চান আমরা যেন সরল চিত্তে ও বিনম্র অন্ রে ধর্ম-কর্ম করি এবং নিঃস্বার্থভাবে ও ত্যাগের মাধ্যমে দান-খয়রাত করি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. যারা গর্বিত মনে লম্বা লম্বা প্রার্থনা করে ঈশ্বর তাদের প্রার্থনা–
   (ক) শোনেন
   (খ) শোনেন না

২. ভণ্ডরাই লম্বা লম্বা জামা পরে সুন্দর সুন্দর ভাষায় লম্বা প্রার্থনা করেন, কারণ–
   (ক) তাঁদের মনে স্বার্থ-সিদ্ধির চিন্তা আছে
   (খ) তারা অত্যন্ত বিজ্ঞ পণ্ডিত

৩. ধনীরাই গরীব ও বিধবাদের সম্পত্তি–
   (ক) দখল করার চিন্তায় থাকেন
   (খ) আত্মসাৎথ করতে চান না

৪. ধনী ও ভণ্ড ধর্ম-শিক্ষকদের কাছ থেকে আমাদের–
   (ক) সতর্ক থাকতে হবে
   (খ) সাহায্য আনতে হবে

৫. উপাসনা ঘরে প্রকৃত অর্থে বেশি দান করেছিল–
(ক) গরীব বিধবাটি
(খ) ধনী লোকেরাই

৬. আমাদের সর্বরকম দান ও কল্যাণ কাজে থাকতে হবে–
(ক) বড় বড় পরিকল্পনা
(খ) ত্যাগ স্বীকার

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. প্রভু যীশুর অষ্ট কল্যাণবাণীগুলো (পর্বতে দত্ত উপদেশগুলো) কি?

২. ভাইকে ক্ষমা সম্বন্ধে যীশু শিমন তিরকে কি বলেছিলেন?

৩. রাজকর্মচারী তার সহকর্মীর প্রতি কেমন ব্যবহার করেছিলেন তা বর্ণনা করুন।

৪. পরে কর্মচারীকে তার মনির কি শাস্তি দিয়েছিলেন তা ব্যাখ্যা করুন।

৫. প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের যে প্রার্থনাটি শিখিয়েছিলেন তা লিখুন।

৬. যীশুর শ্রেষ্ঠ আদেশ কয়টি এবং কি কি তা ব্যাখ্যা করুন।

৭. দয়ালু শমরীয় গল্পটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

৮. গরীব বিধবার দানের উপমার মাধ্যমে যীশু কি শিক্ষা দিতে চেয়েছেন?